ইমাম ও ইমামতি

(আযান ও মুআয্ যিন)

আলোকিত
প্রকাশনী

ইমাম ও ইমামতি

(আযান ও মুআয্যিন)

রচনায়
শায়খ আব্দুর রাকীব বুখারী-মাদানী
গবেষক ও দাঈ, জামেয়া ইমাম বুখারী, বিহার, ভারত

আলোকিত প্রকাশনী

ইমাম ও ইমামতি

(আযান ও মুআয্ যিন)

প্রকাশনায়

আলোকিত প্রকাশনী

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্‌রাসা মার্কেট (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল: +৮৮০ ১৭৪৭ ৩৭০৭২৭, +৮৮০ ১৭৫৫ ১৬০৫৭৫

ইমেইল: alokitoprokashonibd@gmail.com, ওয়েবসাইট: alokitomart.com

ISBN: ----------

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর ২০২৫

অনলাইন পরিবেশক

আলোকিত বই বিতান, রকমারি,
ওয়াফি লাইফ, ইখলাস স্টোর, নিউ লেখা প্রকাশনী (ইন্ডিয়া)
TazeemShop.com, UmmahBD.com
Sunnah Bookshop, Anaaba Books, tawheedpublicationsbd.com,
Darus Sunnah Shop, mmshopbd.com, ihyaussunnah.com

পৃষ্ঠাসজ্জা: বর্ণমালা গ্রাফিক্স, ভাটারা, ঢাকা- ০১৭১৫-৭৬৪৯৯৩

প্রচ্ছদ: আলোকিত প্রকাশনী টিম

মূল্য: ১৯২.০০ টাকা মাত্র

IMAM AND IMAMOTI, Writen by Shaykh Abdur Raquib Bukhari Madani, Published by Alokito Prokashoni, Bangla Bazar, Dhaka. Price: BDT 192, USD: $ 5 Only.

সূচিপত্র

বিষয়ঃ **পৃষ্ঠা নং**

ভূমিকা ১১

ইমাম ও ইমামতি

ইমাম শব্দের আভিধানিক অর্থ: ১৩
ইমামতির পারিভাষিক অর্থ: ১৪
নামাযের ইমামতের গুরুত্ব ও ফযীলতঃ ১৪
ইমামতীর অধিক হকদার কে? ১৫
উপরের বর্ণনানুযায়ী ইমামতির বেশী হকদার ব্যক্তিবর্গের ধারাবাহিকতা এইরূপ: ১৬
উপরোক্ত বিষয়ে আরো কিছু তথ্য: ১৭
ইমামের বেতন-ভাতা ১৮
ফাতওয়া নং (৩৫০২) সরকারি মজুরি পায় এমন ইমামের পিছনে নামায আদায় বৈধ কি? ২০
ইমামতি ছাড়াও ইমামের কিছু করণীয়: ২২
যে সব কাজ থেকে ইমামকে বিরত থাকা উচিৎ: ২৪

বিবিধ ব্যক্তিবর্গের ইমামতি

১. যার অবস্থা অজ্ঞাত, এমন ইমামের পিছনে নামাযঃ ২৬
২. শির্ককারী ইমামের পিছনে নামাযঃ ২৬
৩. ফাসেক এবং বিদআতী ইমামের পিছনে নামাযঃ ২৭
৪. নাবালেগের ইমামতীঃ ২৯
৫. অন্ধ ব্যক্তি ও দাসের ইমামতিঃ ২৯
৬. বোবা ও বধির ব্যক্তির ইমামতিঃ ৩০
৭. মহিলার ইমামতিঃ ৩০
৮. রুকু, সাজদা, কিয়াম, কুঊদ করতে অপারগ ব্যক্তির ইমামতিঃ ৩১
৯. উম্মী তথা অজ্ঞ ব্যক্তির পিছনে নামাযঃ ৩২
১০. কিছু আনুসাঙ্গিক বিষয়ঃ ৩৩

নামাযের পূর্বে ইমামের করণীয়

১. আযানের পর কিছুক্ষণ বিরতি প্রদানঃ ৩৪
২. সুতরা না থাকলে সুতরা করে নেওয়াঃ ৩৫

৩. লাইন সোজা করার আদেশ প্রদানঃ ৩৬
৪. ইমামতির সময় ইমামের অবস্থানঃ ৩৭
৫. ইমাম মুসাফির হলে নামাযীদের বলে দেওয়া,যেন তারা নামায পূরণ করে নেনঃ ৩৮

নামাযরত অবস্থায় ইমামের করণীয়

১. নামাযের রুকন ও ওয়াজিব কাজসমূহ পূর্ণরূপে সম্পাদন করাঃ ৩৯
২. মুক্তাদীদের অবস্থার খেয়াল রাখাঃ ৩৯
৩. প্রয়োজনে ইমামতির সময় অন্যকে স্থলাভিষিক্ত করাঃ ৪০
৪ নামাযে ছোট-বড় সূরা পাঠ ও বিশেষসূরা চয়নে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর তরীকা অবলম্বনঃ ৪১
৫. সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে ফিরে বসাঃ ৪২

ইমামতির বিবিধ মাসাইল

১. যে ইমামকে মুসল্লীগণ অপছন্দ করে তার ইমামতি: ৪৩
২. নফল নামায পাঠকারীর পিছনে ফরয সালাত আদায় করাঃ ৪৩
৩. ফরয সালাত আদায়কারীর পিছনে নফল সালাত আদায় করাঃ ৪৪
৪. নির্দিষ্ট ফরয সালাত আদায়কারীর পিছনে অন্য ফরয আদায় করাঃ ৪৫
৫. নামাযরত অবস্থায় একাকী নামাযের নিয়ত পরিবর্তন করে ইমামতির নিয়ত করা কিংবা ইমামতির নিয়ত পরিবর্তন করে মুক্তাদীর নিয়ত করাঃ ৪৬

মুক্তাদী সংক্রান্ত মাস্‌আলা-মাসাইল

১. মুক্তাদীগণ নামাযের উদ্দেশ্যে কখন কাতারবদ্ধ হবে? ৪৮
২. ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীদের অবশ্য কর্তব্য : ৪৯
ইমাম অনুসরণের ক্ষেত্রে মুক্তাদীদের অবস্থা চার ভাগে বিভক্তঃ ৪৯
(১) মুত্বাবাআ'হ বা অনুসরণঃ ৪৯
(২) মুআফাকা'হ বা ইমামের সাথে সাথে করাঃ ৫০
(৩) তাখাল্লুফ্ বা ইমামের পরে দেরীতে করাঃ ৫০
(৪) মুসাবাক্বাহ বা ইমামের পূর্বে করাঃ ৫১
৩. ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠঃ ৫১
৪. ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের সশব্দে আমীন বলাঃ ৫৬
৫. ইমামের ভুল হলে মুক্তাদীদের সংকেত দেওয়াঃ ৫৭

৬. ইমামের ফাতিহা কিংবা অন্য কিরাআতে ভুল হলে স্মরণ করিয়ে দেওয়াঃ ৫৮
৭. মুক্তাদীদের ভুল-ত্রুটিঃ ৫৮

মাসবুকের বিধান

১. মাসবূক কাকে বলে? ৬০
২. মাসবূক কিভাবে নামাযে আসবে? ৬০
৩. মাসবূক যে কোনো নফল না পড়ে অতি সত্তর জামাআতে শরীক হবেঃ ৬১
৪. মাসবূক ব্যক্তি যদি সামনের লাইনে স্থান না পায়, তাহলে পিছনে একাই লাইন তৈরি করতে পারে কি? ৬১
৫. মাসবূক কি ভাবে এবং কি বলে জামাআতে প্রবেশ করবে? ৬৪
৬. মাসবূক দুআ-ই ইস্তিফ্তাহ (সানা) পড়বে কি? ৬৪
৭. মাসবূক ইমামের সাথে যে রাকাআতে প্রবেশ করে তা কি তার জন্য প্রথম রাকাআত? ৬৫
৮. রুকূ পেলে রাকাআত গণ্য করাঃ ৬৭
৯. জুমআর এক রাকাআত নামায ছুটে গেলে কী করতে হবে? ৭০
১০. ঈদের নামাযের মাসবূকঃ ৭১
১১. জানাযার নামাযের মাসবূকঃ ৭১

ইমামের ভুল-ত্রুটি ও (সাজদায়ে সাহুর বিধান)

'সাহু' ও সাজদায়ে সাহুঃ ৭২
১. সাজদায়ে সাহুর মাধ্যমে কি ধরণের ভুল সংশোধন হয়? ৭২
২. যে সব কারণে সাজদায়ে সাহু বৈধ হয়ঃ ৭৩
৩. সাজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে না পরে? ৭৩
৪. যে সব কারণে এবং স্থানে নবী (সাঃ) সাজদায়ে সাহু করেছেন, তার বর্ণনাঃ ৭৫
৫. সাজদায়ে সাহু করার নিয়মঃ ৮০
৬. ইমাম সাজদায়ে সাহু করলে মুক্তাদীদেরও সাজদায়ে সাহু করতে হবে: ৮০
৭. সাজদায়ে সাহুর জন্য ভিন্ন তাশাহ্হুদঃ ৮০
৮. একই নামাযে একাধিক সাহু হলে: ৮১

ইমাম ও মুক্তাদীর বিবিধ ভুল-ত্রুটি

১. ইমামের সুতরা ব্যবহার না করা। ৮২
২. চাঁদ-তারার নকশা আছে এমন জায়নামাযে নামায অবৈধ মনে করাঃ ৮২

৩. কিবলামুখী হওয়ার গুরুত্ব না দিয়ে মাইক্রোফোনমুখী হওয়ার গুরুত্ব বেশী দেওয়া। ৮৩
৪. ইমাম ও মুক্তাদীর লাইন সোজা ও বরাবর না করা: ৮৩
৫. বিশেষ শব্দের মাধ্যমে বিভিন্ন নামাযের নিয়ত পড়াঃ ৮৪
৬. তাকবীর বলার সময় আল্লাহু আকবার এর (বা) টেনে পড়াঃ ৮৪
৭. তাকবীরে তাহরীমার সময় কান স্পর্শ করা এবং হাতের তালু চিপের দিকে রাখাঃ ৮৫
৮. এমন বিশ্বাস রাখা যে, মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্য কেউ ইকামত দিতে পারে না: ৮৫
৯. নামাযে কিরাআত, দুআ ও যিকর পড়ার সময় জিহব্বা না নাড়িয়ে মনে মনে পড়াঃ ৮৬
১০. ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের তাকবীর, রাব্বানা ওয়ালাকাল্ হাম্দ সহ ইত্যাদি দুআ-যিকর সশব্দে পড়াঃ ৮৬
১১. নামাযে চোখ বন্ধ রাখা কিংবা আকাশের দিকে দেখাঃ ৮৬
১২. ঝটকা দিয়ে রুকূতে যাওয়া এবং ঝটকা দিয়ে রুকূ থেকে উঠাঃ ৮৭
১৩. সূরা ফাতিহা কিংবা সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ শেষ করার পূর্বেই হাত ছেড়ে দেওয়া। ৮৭
১৪. ইমাম যখন 'সামিআল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলেন, ৮৭
১৫. রুকূ-সাজদায় স্থীর না হওয়া অনুরূপ রুকূ-সাজদা থেকে উঠে বরাবর হয়ে স্থীরতা অবলম্বন না করা: ৮৭
১৬. সাজদার সময় সাতটি অঙ্গ মাটিতে না রাখাঃ ৮৮
১৭. সাজদার পদ্ধতিতে ভুল করাঃ ৮৮
১৮. অসুস্থতা কিংবা অন্য কারণে নামাযী মাটিতে সাজদা করতে অক্ষম হলে, বালিশ,টেবিল বা উঁচু কিছুতে সাজদা করাঃ ৮৮
১৯. তাওয়াররুক ও ইফতিরাশে ভুল করা: ৮৯
২০. লম্বা স্বরে সালাম ফিরানোঃ ৮৯
২১. সালামের পর মুসাফাহা করাঃ ৮৯
২২. আঙ্গুলের গিরা ছেড়ে তসবীহ দানায় তাসবীহ পাঠঃ ৯০
২৩. ইমামের সাথে একজন মুক্তাদী থাকলে ইমামের একটু আগে অবস্থান করাঃ ৯০
২৪. নফল স্বালাত আদায়কারীর সাথে কেউ ফরয আদায় করার ইচ্ছা করা ৯১
২৫. নামাযরত অবস্থায় হাই আসলে তা অপসারণের চেষ্টা না করাঃ ৯১
২৬. ফরয নামাযান্তে ইমাম ও মুক্তাদীদের সম্মিলিতভাবে দুআ করা। ৯১

সমাজের সাধারণ লোকদের এই দুয়া সম্পর্কে ধারণাঃ ৯২
সালাম শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতেনঃ ৯৩
ক নামায শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত যিকরের বর্ণনাঃ (সংক্ষিপ্তাকারে) ৯৪
খ নামায শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক কুরআনের কিছু অংশ ও সূরা পড়ার বর্ণনাঃ ৯৫
গ নামাযান্তে সালামের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সাধারণ দুয়া সূচক বাক্য বলার প্রমাণঃ ৯৬
কোনো সময়ে বা স্থানে দুয়ার প্রমাণ থাকলেই কি হাত তুলে দুয়া করা বৈধ হয়? ৯৮
কোনো সময়ে বা স্থানে দুয়ার প্রমাণ থাকলেই কি সম্মিলিত ভাবে দুয়া করা বৈধ হয়? ১০০
ফরয নামায শেষে সম্মিলিত দুয়া করার দলীলগুলির অবস্থাঃ ১০২
উপরোক্ত আলোচনার সারাংশঃ ১০৪
সউদী স্থায়ী ফতোয়া বোর্ড কি বলে? ১০৫

আযান ও মুআয্ যিন এর বিধান

আযানের অর্থঃ ১০৬
আযানের মর্মঃ ১০৬
আযানের সূচনাঃ ১০৭
আযানের বিধানঃ ১০৮
আযানের ফযীলতঃ ১০৯
আযানের শর্তসমূহঃ ১১০
ভুল উচ্চারণে শব্দার্থ পরিবর্তনের উদাহারণঃ ১১২
মুআয্ যিনের শর্তাবলীঃ ১১৩
মুআয্ যিনের মুস্তাহাব গুণাবলীঃ ১১৪
আযানের পদ্ধতি ও শব্দসমূহঃ ১১৬
ফজরের আযানে 'তাছবীব' করাঃ (আস্ স্বলাতু খায়রুম মিনান্ নাউম বলা) ১১৯
প্রচন্ড শীতের রাতে কিংবা বৃষ্টির সময় আযানঃ ১২০
সূর্য-চন্দ্র গ্রহণের সময় নামামাযের আহব্বানঃ ১২০
আযান হবে জোড়া জোড়া শব্দে আর ইক্বামত হবে বেজোড় শব্দেঃ ১২১
আযান শ্রবণকারীর জন্য যা সুন্নতঃ ১২২
আযানের দুআয় "ইন্নাকা লা তুখলিফুল মীআদ" বৃদ্ধি করাঃ ১২৪

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، و على آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

সম্মানিত পাঠক মহোদয়! ইমাম ও ইমামতি ইসলামের একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানিত দায়িত্ব-কর্তব্য ও পদমর্যাদা। স্বলাত ছাড়া যেমন ইসলামের ধারনা করা যায় না, ইমাম ছাড়া তেমন পাঁচ ওয়াক্ত জামাআত আকারে স্বলাত আদায়ের ধারনা করা যায় না। এই মর্যাদাবান দায়িত্ব ও কর্তব্যটি যেমন মুসলিমদের একসাথে স্বলাত আদায় করতে শেখায় ঠিক তেমনি তাদের ঐক্য ও সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

এই দায়িত্ব ও কর্তব্যটি যেমন মর্যাদাবান তার বিধিবিধান সমূহও তেমন সুন্দর, গভীর ও মূল্যবান। প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্ব তাকেই নেওয়া উচিৎ যে এ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। কিন্তু অনেক সময় তা হয়ে ওঠে না। তাই এ বিষয়ের বিধিবিধান সমূহ নির্ভরযোগ্য সুত্র হতে সংকলন করে আমাদের সমাজের শ্রদ্ধাভাজন ইমামদের হাতে তুলে দেওয়ার একটি সদিচ্ছা অন্তরে বহুদিন ধরে কাজ করছিল। এ উদ্দেশ্যে আমি ধীরে ধীরে ইমামতি বিষয়ের মাসআলা মাসায়েল সমূহ সংকলন করতে শুরু করি এবং মাসিক সরলপথে ধারাবাহিকভাবে তা দিতে থাকি এবং তাঁরা তা প্রকাশ করতে থাকেন। অনুরূপ অনলাইনেও তা প্রকাশ হতে থাকে। এভাবে এ বিষয়ের একটি তথ্য ভন্ডার সংকলিত হয়। কিন্তু যতক্ষণে এই তথ্যভান্ডার গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হয়, ততক্ষণে এর পূর্ণ লাভ ও মূল উদ্দেশ্য পূরণ হয় না। অন্যদিকে ইমাম ও ইমামতির বিধিবিধান সমূহের সংকলন সমাপ্ত হলে আর একটি বিষয় মাথায় নাড়া দেয় তা হল, আযান ও মুআয্ যিনের বিধিবিধান সংকলন করা। কারণ ইমাম যেখানে মুআয্ যিন ও সেখানে। তাই বইটি ততক্ষণে

ইবনে তায়মিয়্যাহ (রহঃ) বলেন: 'আর যা বায়তুল মাল থেকে নেওয়া হয়,তা বিনিময় ও মজুরি নয়;বরং তা আনুগত্যের কাজে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে অনুদান। আর সৎ কাজে অনুদান গ্রহণ কাজটিকে নৈকট্য থেকে বের করে না আর না ইখলাসে ব্যাঘাত ঘটায়;ব্যাঘাত ঘটলে গনিমতের হকদার হওয়া যেত না। [প্রাগুক্ত,২২/২০২]

৩- বায়তুল মাল বা সরকারি ব্যবস্থাপনার অবর্তমানে যদি কোন সংস্থা বা মসজিদ কমিটি ইমামদের মাসিক সাহায্য বা অনুদান দেয়,তাহলে তা বায়তুল মালেরই স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হবে।

৪- ইমাম যদি অর্থশালী হয় তবে ইমামতির জন্য বেতন-ভাতা না নেওয়াই উত্তম। কিন্তু ইমাম যদি অভাবী হয় এবং ইমামতীর দায়িত্ব পালনের কারণে নিজস্ব প্রয়োজন ও তার সংসারের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিতে অক্ষ হয় তবে তার জন্য এতখানি মাসিক বেতন বা সাহায্য নেওয়া বৈধ,যার মাধ্যমে তার ও তার সাংসারিক অভাব পূরণ হয়। আল্লাহ তাআ'লা ইয়াতীমের অভিভাবকদের আদেশ করেন: "আর যে অভাব মুক্ত সে যেন বিরত থাকে আর যে অভাবগ্রস্ত সে যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে ভোগ করে"। [আন্ নিসা/৬]

তাই অনেকে অভাবী ইমামদের সাহায্য নেওয়াকে এই আদেশের উপর কেয়াস করত: বৈধ বলেছেন। তাছাড়া অভাবীর অভাব দূরীকরণ ইসলামের একটি সুন্দর মৌলিক বিধান।

উল্লেখ থাকে যে, ইমাম, মুয়াজ্জিন, দ্বীনের দাঈ এবং মক্তবের শিক্ষক যারা তাদের সময়ের অধিকাংশ এই রকম দ্বীনী কাজে ব্যায় করে থাকেন তাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা সরকারকে বায়তুল মাল থেকে করা উচিৎ। সরকারি ব্যবস্থা না থাকলে ইসলামী সংস্থাগুলো করা প্রয়োজন। যদি এমন সংস্থাও না থাকে তাহলে এসব কাজের কমিটি এমনকি ব্যক্তি বিশেষকেও করা দরকার। কারণ উপরোক্ত সৎ কাজ সমূহ দ্বীনের ও মুসলিম সমাজের মৌলিক ও সাধারণ জনকল্যাণের কাজ, যা শূণ্য হয়ে গেলে বা হ্রাস পেলে ইসলাম ও মুসলিম সমাজের অপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হবে।

যে সব কাজ থেকে ইমামকে বিরত থাকা উচিৎ:

যেহেতু ইমামতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী পদ,সেহেতু ইমামকে যেমন এই কাজের যোগ্য হতে হবে,তেমন তাকে আরো কিছু মহৎ গুণের অধিকারী হওয়া উচিৎ যেমন,সততা,সত্যবাদিতা,চরিত্রবান এবং এই ধরনের অন্যান্য ভাল গুণে গুণান্বিত হওয়া। এই সব আনুষঙ্গিক গুণ থাকলে তার কথার ও আদেশ-উপদেশের সমাজে সহজে প্রভাব পড়বে এবং তা গ্রহণীয় হবে। কিন্তু কারো মধ্যে উপরে বর্ণিত ইমামতির হকদারের গুণগুলি থাকলেও যদি এই আনুষঙ্গিক গুণগুলি না থাকে,তাহলে সেই ইমাম সাধারণত: তার সমাজে কামিয়াব ইমাম বিবেচিত হয় না। তাই প্রত্যেক ইমামকে তার সমাজে প্রচলিত কিছু এমন কাজ-কর্ম ও অভ্যাস থেকে বিরত থাকা উচিৎ, যা করলে স্বয়ং সে দ্বীনের দিক থেকে লাভবান হতে পারবে, তার কথা ও কাজ অধিক গৃহীত হবে এবং সে আত্মমর্যাদার জীবন-যাপন করবে। ইনশাআল্লাহ।

১- গণতান্ত্রিক দেশে সাধারণত: কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত না থাকা। কারণ তিক্ত হলেও সত্য যে,আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোক কোন না কোন ভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা প্রভাবিত। যার ফলে তারা ইসলামের দৃষ্টিতে নয়;বরং রাজনীতির নীতিতে একে অপরকে ভাল-মন্দ বিবেচনা করে থাকে। তাই ইমাম কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত হলে প্রথমেই সে মুসাল্লীদের একটি বড় অংশের অন্তর থেকে বাদ পড়ে যাবে এবং তার মূল উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যাবে। অতঃপর তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হবে। পরিশেষে হয়ত: ইমামতি হারাতে হবে, বেইজ্জত হতে হবে,সমাজ ভেঙ্গে যাবে আর অনেক সময় মসজিদ ভেঙ্গে আরো একটি মসজিদ নির্মাণ হবে,যা খুবই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়।

২- আত্মমর্যাদার সবসময় খেয়াল রাখা। নিজের অভাব-অনটন ও মুখাপেক্ষিতা সবার কাছে পেশ না করা তার হাবভাবে প্রকাশ না করা। কারণ এর ফলে ইমাম তার মুসাল্লীদের ও গ্রামবাসীদের নজরে ছোট হয়ে যায়,মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ তার আদেশ-উপদেশও তাদের কাছে হাল্কা হয়ে যায়। অনেক সময় লোক তাকে মর্যাদা দেয়া তো দূরের কথা তাকে দেখলেই উপহাসের ছলে কথা বলে।

৩- কুরআন ও দ্বীনী শিক্ষার দায়িত্ব থাকলে ছেলে ও মেয়েদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পড়ার ব্যবস্থা করা। সম্ভব না হলে ছেলেদের সাথে শুধু নাবালিকা মেয়েদের পড়ার দায়িত্ব ভার নেওয়া। কারণ এটা যেমন দ্বীনী বিধান তেমন অনেক শয়তানী চক্রান্ত ও বদনাম থেকে বাঁচার উপায়।

৪- কেবল প্রয়োজনে বৈধ ঝাড়-ফুঁক করা। কিন্তু এটাকে নিজের পেশা বা স্বভাবে পরিণত না করা। কারণ একাজ সাধারণত: বৈধ দিয়ে শুরু হয় এবং পরে বিভিন্ন কারণে হারামে পরিণত হয়। (যেমন, তাবিজ কবচ ব্যবসা)

৫- মহল্লা বা গ্রামের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাওয়া ছাড়া অংশ না নেওয়া এবং এ বিষয়ে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য না করা। এসব অনুষ্ঠানের ফলে কিছু পাওয়ার লোভ না করা আর না কিছু চুক্তি করা। তবে না চাইতে কেউ কিছু দান করলে তা গ্রহণ করা অবৈধ নয়।

৬- বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে শারিয়ার বিধান স্পষ্ট করে বলে দেওয়া এবং নিজের জন্য এ সম্পর্কে সেই বিধান অনুযায়ী একটি সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা, যেন আপনার কোথাও অংশ নেওয়া বা না নেওয়া সেই শারঈ কারণে হয়, যার ফলে আপনি বলতে সক্ষম হবেন যে,আপনি কোনো অনুষ্ঠানে কেন যান আর অন্য অনুষ্ঠানে কেন উপস্থিত হন না।

ইমামতি করতেন কারণ তিনি বেশী কুরআন মুখস্থকারী ছিলেন। [বুখারী, অধ্যায়ঃ আযান, নং৬৯২]

ইমাম বুখারী উক্ত হাদীসের অনুচ্ছেদ যে শিরোনামে রচনা করেছেন, তা হলঃ 'দাস ও স্বাধীনকৃত দাসের ইমামতি'।

আয়েশা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে,তারঁ জনৈক দাস তাঁর ইমামতি করতো। [মুগনী,৩/২৬]

৬-বোবা ও বধির ব্যক্তির ইমামতিঃ

বোবা ব্যক্তি,সে জন্মগত বোবা হোক কিংবা পরে কোন কারণে বোবা হোক,তার ইমামতি জায়েয নয়;কারণ সে নামাযের রুকন ও ওয়াজিব উচ্চারণ করতে অক্ষম। যেমন তকবীরে তাহরীমা বলা,সূরা ফাতিহা পাঠ করা,তাশাহ্হুদ পাঠ করা ইত্যাদি। তবে তার নিজের নামায সহীহ। [মুগনী, ৩/২৯, শারহুল মুমতি, ৪/২২৬-২২৭]

বধির ব্যক্তির ইমামতির সম্পর্কে কিছু উলামা বলেনঃ যেহেতু তার মাধ্যমে নামাযের কাজ ও শর্ত সমূহের ব্যাঘাত ঘটে না,তাই তার অবস্থা অন্ধ ব্যক্তির ন্যায়। তাই যেমন অন্ধের ইমামতি জায়েয তেমন তারও জায়েয। কিন্তু কিছু উলামা এ বলে বধির ব্যক্তির ইমামতি অশুদ্ধ বলেছেন যে,যেহেতু সে ভুল করলে তাকে সুবহানাল্লাহ বলে ভুলের সংকেত দেওয়া অনর্থক,তাই তার ইমামতি সিদ্ধ নয়। [মুগনী,৩/২৯] মূলতঃ বোবা ও বধির ব্যক্তির ইমামতি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন দলীল বর্ণিত হয় নি, তাই উলামাগণের মধ্যে এই মতভেদ।

৭-মহিলার ইমামতিঃ

মহিলার জন্য মহিলার ইমামতি বৈধ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মু অরাকা (রাযিঃ) কে আদেশ করেন,তিনি যেন তার বাড়ির সদস্যদের ইমামতি করেন। [আবু দাউদ, সালাত অধ্যায়, অনুচ্ছেদঃ মহিলার ইমামতি, নং ৫৯১, ইবনু খুযায়মা বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন]

আয়েশা (রাযিঃ) হতে প্রমাণিত, তিনি মহিলাদের ইমামতি করতেন এবং লাইনের মাঝে দাঁড়াতেন। [মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক,নং৫০৭৬,দারাকুত্বনী/ বায়হাক্বী]

তবে তারা ইমামতির সময় পুরুষের মত লাইন থেকে আগে বেড়ে পৃথক স্থানে দাঁড়াবে না;বরং লাইনের মাঝেই অবস্থান করতঃ ইমামতি করবে। এটা কিছু সাহাবিয়ার আমল দ্বারা প্রমাণিত। [আর রাওদা আন নাদিয়্যাহ,সিদ্দীক হাসান খাঁন,১/৩২২]

কিন্তু মহিলার জন্য বৈধ নয় যে,তারা পুরুষের ইমামতি করবে। [প্রাগুক্ত,৩১২-৩১৩] এ বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল,খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল এবং ধারাবাহিক মুসলিম উম্মার আমলই বড় প্রমাণ। তাঁরা কেউ মহিলাকে পুরুষের ইমাম নিযুক্ত করেন নি আর না তাদের যুগে এমন কোন নজীর ছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "ঐ সম্প্রদায় কখনো সফলকাম হতে পারে না,যারা কোন মহিলাকে তাদের বিষয়াদির নেতা নিযুক্ত করে"। [বুখারী, অধ্যায়ঃ মাগাযী, নং৪৪২৫] যেহেতু ইমামতি এক প্রকারের নেতৃত্ব,তাই তাদের এ পদে নিযুক্ত করা অবৈধ। [দেখুন শারহুল মুমতি, ৪/২২২]

৮-রুকু, সাজদা, কিয়াম, কুঊদ করতে অপারগ ব্যক্তির ইমামতিঃ

সাধারণতঃ রুকু,সাজদা,কিয়াম,কুঊদ সহ নামাযের অন্যান্য রুকন পালন করতে অক্ষম ব্যক্তি এ সব পালনে সক্ষম ব্যক্তির ইমামতি করতে পারে না। কারণ এ ক্ষেত্রে ইমামের অবস্থা মুক্তাদী অপেক্ষা দুর্বল,যা ইমামের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়। তবে মসজিদের নির্ধারিত সবল ইমাম যদি কোন কারণে নামায পড়ানোর সময় কিয়াম করতে (দাঁড়াতে) অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা অসুস্থতার কারণে শুরু থেকেই দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম হয়,তাহলে সে ইমাম বসে নামায পড়াতে পারেন। কিন্তু এই সময় দাঁড়াতে

সক্ষম মুক্তাদীগণ বসে নামায পড়বে, না দাঁড়িয়ে? এ বিষয়ে উত্তম মত হল, ইমাম যদি প্রথমে দাঁড়ানো অবস্থায় নামায শুরু করে থাকেন আর মাঝে বসে পড়ান,তাহলে মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে নামায সম্পাদন করবেন। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থকালে আবু বকর (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে নামায শুরু করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বাম পার্শে বসে ইমামতি করেন আর আবু বকর সহ অন্যান্য সাহাবাগণ দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকেন। কারণ এখানে প্রথমে আবু বকর (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে ইমামতি শুরু করেছিলেন। আর যদি ইমাম শুরু থেকেই বসে নামায পড়ান,তাহলে মুক্তাদীরাও বসে নামায পড়বেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "যখন ইমাম বসে নামায পড়াবে তখন তোমরাও বসে নামায পড়বে"। [বুখারী,আযান অধ্যায়ঃ নং ৬৮৯/ মুসলিম, সালাত অধ্যায়, নং৪১১/ বিস্তারিত দেখুন, শারহুল্ মুমতি, ৪/২২৮-২৩৬]

৯-উম্মী তথা অজ্ঞ ব্যক্তির পিছনে নামাযঃ

এখানে উম্মী বা অজ্ঞ বলতে ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে,যে সূরা ফাতেহা ভাল করে পড়তে পারে না;যদিও সে অন্য সূরা ভাল করে পড়তে সক্ষম হয়। যেমন 'রা' কে 'লা' পড়ে কিংবা হরকত ভুল পড়ে যেমন,যের এর স্থানে যবার পড়ে বা যবারের স্থানে যের বা পেশ পড়ে,যার ফলে শব্দের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ (ইহ্ দিনা) অর্থ আমাদের সঠিক পথ দেখাও এর স্থানে পড়ে (আহ্ দিনা) অর্থ আমাদের হাদিয়া-উপহার দাও কিংবা (আন্ আম্ তা) অর্থ তুমি অনুগ্রহ করেছো এর স্থানে পড়ে (আন্ আম্ তু) অর্থ আমি অনুগ্রহ করেছি। তাহলে এমন উম্মী ইমামের পিছনে শুদ্ধ সূরা ফাতিহা পাঠকারীর নামায বৈধ নয়। তবে উপস্থিত সকল লোক যদি সূরা ফাতিহা অশুদ্ধ পাঠকারী হয়,তাহলে তাদের একে অপরের ইমামতি বৈধ। কারণ আল্লাহ তাআ'লা সাধ্যের অতিরিক্ত জরূরী করেন না।

কিছু উলামার মতে সূরা ফাতিহা অশুদ্ধ পাঠকারীর পিছনে শুদ্ধ সূরা পাঠকারীর নামায বৈধ কিন্তু এটা উচিৎ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

গ- সকল নাবালেগ বাচ্চাদের এক লাইনে দাঁড় করালে যদি তাদের গোলমাল করার এবং বড়দের নামাযে বিঘ্ন ঘটার আশংকা থাকে,তাহলে বড়রা বাচ্চাদের মাঝে মাঝে নিয়ে নামায পড়তে পারে। [শারহুল্ মুমতি,ইবনু উসাইমীন,৪/২৭৮]

৫-ইমাম মুসাফির হলে নামাযীদের বলে দেওয়া,যেন তারা নামায পূরণ করে নেনঃ

মুসাফির ইমামের পিছনে মুকীম নামায পড়লে,ইমামের সালামের পর নামায পূরণ করতে হবে। এই সময় মুসাফির ইমাম সালাম ফিরানোর পর বলবেঃ আপনারা নামায পূরণ করে নিন কারণ আমি মুসাফির। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের সময় মক্কাবাসীদের ইমামতিকালে এইরূপ বলতেন। [আবু দাঊদ,সফর অধ্যায়,নং (১২২৯) মুআত্বা,২/২০৬]

এই কথাটি নামাযের পূর্বেও বলা যেতে পারে। [মাজমুঊ ফাতাওয়া ওয়া রাসাঈল,ইবনে উসাইমীন/১৫/১৫৩]

কাতারবদ্ধ হওয়ার জন্য দাঁড়াবেন,তা নিয়ে কিছু মতামত পাওয়া যায়। কেউ বলেনঃ ইকামত শেষ হওয়ার সময় মুসাল্লীরা দাঁড়াবেন। কেউ বলেনঃ মুয়াযযিন যখন "ক্বাদ ক্বামাতিস্ স্বালাহ" বলবেন,তখন দাঁড়াবেন। কেউ বলেনঃ আল্লাহু আকবার বলার সময় দাঁড়াবেন। আসলে এ বিষয়ে বিভিন্ন দলীলের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে,মুসল্লীগণ ইমামকে ইমামতির স্থানে আসতে দেখলে,বা তাঁর স্থানে অবস্থান নিলে,মুয়াযযিন ইকামত দেওয়া শুরু করবেন এবং মুক্তাদীরা তাদের সাধ্যমত কাতারবদ্ধ হতে শুরু করবেন। একটু আগে বা পরে হলে সমস্যার কিছু নেই। তবে নেকীর কাজে দ্রুতগামী হওয়াই বেশী ভাল। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেনঃ 'নামাযের ইকামতের সময় মুক্তাদীদের দাঁড়ানোর বিশেষ সময়সীমা সম্পর্কে আমি কিছু শুনিনি। তাই আমি লোকদের সাধ্যানুযায়ী এটা প্রজোয্য মনে করি;কারণ তাদের মধ্যে অনেকে ভারী শরীর-স্বাস্থ্যের লোক থাকে আর অনেকে হাল্কা স্বাস্থ্যের'।[নায়লুল আউত্বার, ৩/২৪৪]

২-ইমামের অনুসরণ করা মুক্তাদীদের অবশ্য কর্তব্য :

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

"إنما جُعل الإمامُ ليؤتَمَّ به، فإذا صلّى قائما فصلوا قياما، فإذا ركعَ فاركعوا، و إذا رفع فارفعوا"

"ইমাম নির্ধারণ করা হয়,তার অনুসরণ করার জন্য,তাই যখন সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে,তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়,যখন সে রুকূ করবে,তখন তোমরাও রুকূ করো আর যখন সে উঠবে,তখন তোমরাও উঠো"।[বুখারী, আযান অধ্যায়, নং৬৮৯]

ইমাম অনুসরণের ক্ষেত্রে মুক্তাদীদের অবস্থা চার ভাগে বিভক্তঃ

(১) মুত্বাবাআ'হ বা অনুসরণঃ

নামাযের কাজ সমূহ ইমামের পরে পরে করা;ইমামের সাথে সাথে নয়। এটাই সুন্নাত এবং মুক্তাদীগণ এমনটা করতেই আদিষ্ট,যা উপরের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

করা;অথচ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা নিষেধ করেছেন। [সহীহ ইবনে মাজাহ,নং ৮২১]

- নামাযের কাজগুলি ইমামের পূর্বে কিংবা তার সাথে সাথে করা। [ইতি-পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে)
- ইমামের পিছনে জ্ঞানী ও বড়দের অবস্থান না করা;অথচ নবী (সা-ল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ "তোমাদের জ্ঞানবান ও সা-বালোকরা যেন আমার নিকটে থাকে,অতঃপর তার পরের স্তরের লোকেরা,অতঃপর তার পরের স্তরের লোকেরা"। [মুসলিম, নং ৯৭৩]

মাসবুকের বিধান

১-মাসবূক কাকে বলে?

আলোচ্য বিষয়ে মাসবূক বলতে আমারা সেই নামাযী ব্যক্তিকে বুঝাতে চাচ্ছি, যার ইমাম তার পূর্বে এক বা একাধিক রাকাআত কিংবা নামাযের কিছু অংশ সমাপ্ত করেছে আর সে নামায শুরু হওয়ার পর জামাআতে প্রবেশ করেছে।

২-মাসবূক কিভাবে নামাযে আসবে?

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে বা অন্য কোনো স্থানে আগমন করার সময় যদি নামাযীর যথাস্থানে পৌঁছানোর পূর্বে জামাআত দাঁড়িয়ে যায় কিংবা জামাআত দাঁড়ানোর পর যদি সে সেই জামাআতে শরীক হতে চায়,তাহলে সে যেন ধীর-স্থীর অবলম্বন করতঃ জামাআতে যায়,দৌড়া-দৌড়ি বা তাড়াহুড়া না করে।

নবী (সাঃ) বলেনঃ

إذا سمعتم الإقامةَ فامشوا إلى الصلاةِ و عليكم بالسكينةِ والوقارِ، ولا تُسرعوا، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتِمّوا" متفق عليه

"যখন তোমরা ইকামত শুনবে,তখন তোমরা শান্ত ও স্থৈর্য সহকারে নামাযে চলো,দ্রুত চলো না। যা পাবে তা পড়ে নিবে আর যা ছুটে যাবে তা পূরণ করে নিবে"। [বুখারী,আযান অধ্যায়,নং ৬৩৬/মুসলিম,মাসাজিদ,নং ১৩৫৯] মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে,"কারণ তোমাদের কেউ যখন নামাযের ইচ্ছা করে,তখন সে নামাযেই থাকে"।

তাই নামাযে যে ভাবে ধীর-স্থীর অবলম্বন করতে হয়,সে অবস্থা যেন নামাযে আসার সময়ও থাকে। তাছাড়া দৌড়ে বা দ্রুত আসলে মানুষ হাঁপায় এবং

গ- বাকি থাকলো ঐ বর্ণনা,যাতে কাযা করার শব্দ এসেছে তো তার উত্তর এ ভাবে দেওয়া হয়েছে:

১- কাযা করার বর্ণনা অপেক্ষা পূরণ করার বর্ণনা বেশী সংখ্যায় এসেছে এবং তা বেশী শুদ্ধ কারণ;এই বর্ণনা সহীহাইনে এসেছে।

২- হাদীসে কাযা শব্দটি ফুকাহাগণের পরিভাষায় ব্যবহার হয়নি কারণ তা পরে আবিষ্কৃত পরিভাষা;বরং তা কোনো কাজ পূরণ করা বা সমাপ্ত করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ (ফা-ইযা কুযিয়াতিস্ স্বালাতু) [জুমুআহ/১০] অর্থঃ (যখন নামায সমাপ্ত হবে) তিনি অন্যত্রে বলেনঃ (ফা-ইযা কাযাইতুম মানাসিকাকুম) [বাকারাহ/২০০] অর্থঃ (অতঃপর হজ্জের কার্যাবলী যখন সমাপ্ত করবে)।

এই মতভেদের ফলাফলঃ

ধরুন যদি কেউ ইমামের সাথে মাগরিবের তৃতীয় রাকাআতে শরীক হয়,তাহলে প্রথম মতানুযায়ী সে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করবে কারণ;এটা তার তৃতীয় রাকাআত যেমন ইমামের ক্ষেত্রেও তৃতীয় রাকাআত। কিন্তু দ্বিতীয় মতানুযায়ী সে সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরাও পাঠ করবে কারণ; এটি তার প্রথম রাকাআত। এই ভাবে বাকি বিষয়গুলি অনুমান করতে পারেন।

৮- রুকূ পেলে রাকাআত গণ্য করাঃ

মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সাথে রুকূ পেলে সে সেই রাকাআতটি গণ্য করবে কি না?অর্থাৎ তার সে রাকাআতটি হয়ে যাবে, না হবে না? এ বিষয়ে ইসলামী বিদ্বানদের দুটি মত দেখা যায়।

প্রথম মতঃ তার রাকাআত হয়ে যাবে এবং সে এটি রাকাআত ধরে নিবে। এই মতে সমস্ত ফুকাহদের ঐক্যমত রয়েছে। [ফিকহ বিশ্বকোষ ৩৭/১৬৩]

عن عبد الله بن مسعود: أن النبي صلى الله عليه و سلم صلّى الظهرَ خمسا فقيل له: أزِيدَ في الصلاةِ؟ فقال: و ما ذاك؟ قالوا: صلّيتَ خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلّم. رواه الجماعة.

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ হতে বর্ণিত,একদা নবী (সাঃ) যহরের নামায পাঁচ রাকাআত পড়ালেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল,নামায কি বেশী করে দেওয়া হয়েছে? তিনি বললেনঃ এ প্রশ্নের কারণ? সাহাবাগণ বললেনঃ আপনি পাঁচ রাকাআত পড়ালেন। তখন তিনি দুটি সাজদা করলেন সালাম ফিরানোর পর"। [বুখারী,স্বালাত অধ্যায়,অনুচ্ছেদ নং ৩২,হাদীস নং (৪০৪)/ মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়,নং (১২৮১)]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,এটা শুনার পর তিনি (সাঃ) তাঁর দুই পায়ে বসলেন এবং কিবলামুখী হলেন। অতঃপর দুটি সাজদা করলেন তারপর সালাম ফিলালেন"। [বুখারী,স্বালাত অধ্যায়,নং (৪০১)]

২- চার রাকাআতের স্থানে দুই রাকাআত পড়ে সালাম ফিরালে কিংবা চার রাকাআতের স্থানে তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরালে,নবী (সাঃ) বাকি রাকাআত সালামের পর পূর্ণ করেন এবং সালাম ফিরান তারপর সাজদায়ে সাহু করেন। বাহ্যত এটা নামাযে কম হওয়ার উদাহারণ মনে হলেও ঐ সকল উলামা এটাকে নামাযে বেশী করার উদাহারণ মনে করেছেন,যারা নামাযের কোনো কিছু বেশী হলে সালাম ফিরানোর পর সাজদায়ে সাহু হবে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতে বর্তমান অবস্থায় সে নামায পূর্ণ করার পূর্বে সালাম ফিরিয়েছে যা,মূলতঃ নামাযে বেশী করা। [শারহুল মুমতী,৩/৩৪১]

ক- আবু হুরাইরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত,একদা আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আমাদের যহর কিংবা আসরের নামায পড়ালেন। তিনি দুই রাকাআত পড়িয়ে সালাম ফিরালেন। [কিছু লোক বলাবলি করতে লাগলো,নামায মনে হয় কম করে দেওয়া হয়েছে!] লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল,যাকে যুল ইয়াদাঈন বলা হত। সে নবী (সাঃ) কে বললঃ আপনি কি ভুলে গেলেন না নামায কম হয়ে গেছে? তিনি (সাঃ) বললেনঃ

সেই সাহু উপরোক্ত কোন্ সাহুর সাথে মিল রাখে?অতঃপর সেই অনুযায়ী আগে বা পরে সাজদায়ে সাহু করতে হবে। আর কেউ যদি তা নির্ণয় করতে সক্ষম না হয়,তাহলে আগে বা পরে যে কোনো সময় সাজদায়ে সাহু করা বৈধ হবে ইন্ শাআল্লাহু তাআ'লা।

৫-সাজদায়ে সাহু করার নিয়মঃ

সাজদায়ে সাহুর পূর্বে তকবীর দিয়ে সেভাবে দুটি সাজদা করতে হবে যেভাবে নামাযে সাজদা করা হয়। এই সময় নামাযের সাজদার যা বিধান,তা এই সাজদাতেও প্রযোজ্য। [উপরোক্ত দলীলগুলির আলোকে]

৬-ইমাম সাজদায়ে সাহু করলে মুক্তাদীদেরও সাজদায়ে সাহু করতে হবে:

কারণ মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করতে আদিষ্ট। কিন্তু ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সাহু হলে,মুক্তাদী পৃথক ভাবে সাজদায়ে সাহু করবে না। এ বিষয়ে ইবনুল মুনযির ঐক্যমত বর্ণনা করেছেন। [আল্ ইজমা, ইবনুল মুনযির, পৃ ৮]

৭-সাজদায়ে সাহুর জন্য ভিন্ন তাশাহ্হুদঃ

সাজদায়ে সাহুর পরে আবার আলাদা কোনো তাশাহ্হুদ নেই। এ বিষয়ে ইমরান বিন হুসাইন থেকে যে হাদীস আবু দাউদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে যে, "একদা নবী (সাঃ) নামাযে সাহু করেন এবং দুটি সাজদা করেন। অতঃপর তাশাহ্হুদ করেন তারপর সালাম ফিরান",তা অসংরক্ষিত বর্ণনা;বরং সংরক্ষিত সহীহ বর্ণনায় (অতঃপর তাশাহহুদ করেন) শব্দটি নেই। উক্ত শব্দটিকে বায়হাকী, ইবনু আব্দুল বার্র,ইবনু হাজার এবং আলবানী (রাহেমাহুমুল্লাহ) 'শায' বলেছেন। অর্থাৎ সৎ রাভির এমন বর্ণনা যা, তিনি তার থেকে অধিক সৎ বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। [ইরওয়াউল গালীল, ২/১২৮]

২৪-নফল স্বালাত আদায়কারীর সাথে কেউ ফরয আদায় করার ইচ্ছা করা

নফল স্বালাত আদায়কারীর সাথে কেউ ফরয আদায় করার ইচ্ছায় তার সাথে শরীক হলে, নফল আদায়কারীর তাকে হাত দ্বারা বা ইশারা-ইঙ্গিতে সরিয়ে দেওয়া। এটি ভুল।

২৫-নামাযরত অবস্থায় হাই আসলে তা অপসারণের চেষ্টা না করাঃ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ "যদি তোমাদের কেউ নামাযে হাই তোলে,তাহলে সে যেন যথা সম্ভব তা চেপে রাখে;কারণ শয়তান প্রবেশ করে"। [আহমদ, মুসলিম নং ২৯৯৫]

চেপে রাখার নিয়ম হবে,সে যেন তার হাত মুখে রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

"যদি তোমাদের কেউ হাই তোলে,তাহলে সে যেন তার হাত মুখে দেয়"। [মুসলিম, নং ২৯৯৫]

২৬-ফরয নামাযান্তে ইমাম ও মুক্তাদীদের সম্মিলিতভাবে দুআ করা।

এছাড়াও ইমাম ও মুক্তাদীদের অনেক ভুল-ত্রুটি নামাযে ঘটে থাকে। কিন্তু এ স্থানে সব ভুলের আলোচনা সম্ভব নয়। তাছাড়া অত্র বইয়ের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো অনেক ভুল-ভ্রান্তির আলোচনা হয়েছে। আল্লাহর কাছে দুআ করি তিনি যেন আমাদের সঠিক সুন্নাহ অনুযায়ী নামায আদায় করার তাওফীক দেন এবং তা কবূল করেন। আমীন।

ফরয নামাযান্তে ইমাম ও মুক্তাদীদের হাত তুলে সম্মিলিত ভাবে দুয়া করা:

বলার অপেক্ষা রাখে না যে,বিষয়টি বহু প্রাচীন এবং এ সম্পর্কে বিগত উলামাগণ যথেষ্ট লেখা-লেখি ও করেছেন। কিন্তু যেহেতু বিষয়টির সম্পর্ক